কুষ্টিয়ার মিরপুরে জিকে ক্যানেল থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে মোহাম্মদ আলী (৩) নামের এক শিশু নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ২১ ঘণ্টা পর জিকে ক্যানেল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার সকালে উপজেলার ধুবইল ইউনিয়নের ৮নং কাদেরপুর এলাকার জিকে ক্যানেল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

শিশু মোহাম্মদ আলী উপজেলার ধুবইল ইউনিয়নের ৮নং কাদেরপুর এলাকার রহমত বলী কহনের পুত্র।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিশুটি বাড়ির আশপাশ থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হলে স্বজনরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। দীর্ঘ সময় খোঁজ না পেয়ে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়। পরে আজ সকালে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান শুরু করে।

ডুবুরি দলের সদস্যরা এবং স্থানীয় এলাকাবাসীর সর্বোচ্চ চেষ্টায় অবশেষে জিকে ক্যানেল থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজনদের আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে পেঁয়াজের বাম্পার ফলনের আশা, চাষিদের মুখে হাসি

অনুকূল আবহাওয়া, উর্বর জমি ও কৃষকদের নিবিড় পরিচর্যায় চলতি মৌসুমে উপজেলায় পেঁয়াজের বাম্পার ফলনের স্বপ্ন দেখছেন চাষিরা। উপজেলার বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে সবুজে মোড়া পেঁয়াজের ক্ষেত এখন

সম্ভাবনার নতুন বার্তা দিচ্ছে। ভালো ফলনের প্রত্যাশায় কৃষকদের মুখে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির হাসি।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা, বাগুলাট, পান্টি, চাপড়া, নন্দলালপুর ও শিলাইদহসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পেঁয়াজের আবাদ সম্পন্ন হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া এবং সময়মতো সার ও সেচ ব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষেতজুড়ে পেঁয়াজের বৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, প্রতি বিঘা জমিতে ৬০ থেকে ৮০ মণ পর্যন্ত ফলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ভোর থেকে বিকাল পর্যন্ত কৃষকরা মাঠে অবস্থান করে গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। কেউ সেচ দিচ্ছেন, কেউ আগাছা পরিষ্কার করছেন, আবার কেউ রোগবালাই প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত বছরের তুলনায় এ বছর রোগবালাইয়ের আক্রমণ তুলনামূলক কম। ফলে উৎপাদন ব্যয়ও কম হয়েছে, যা তাদের লাভের আশা বাড়িয়েছে।

উপজেলার একাধিক কৃষক জানান, চলতি মৌসুমে আবহাওয়া পেঁয়াজ চাষের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ছিল। গাছের বৃদ্ধি ভালো হওয়ায় তারা আশাবাদী—বাজারে দাম অনুকূলে থাকলে এ বছর ভালো লাভ করা সম্ভব হবে।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রাইসুল ইসলাম জানান, কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা দিতে নিয়মিত মাঠপর্যায়ে তদারকি করা হচ্ছে। পাশাপাশি রোগবালাই দমন ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষি সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং বাজারে পেঁয়াজের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা গেলে কুমারখালীর এ উৎপাদন জেলার অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। একই সঙ্গে কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সব মিলিয়ে কুমারখালীর বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে দোল খাওয়া সবুজ পেঁয়াজক্ষেত যেন নতুন সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। কৃষকদের পরিশ্রম আর স্বপ্নের ফসল ঘিরে তৈরি হয়েছে আশার আলো—যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে শুভ সংকেত বয়ে আনবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ন্যায্য মূল্যে মাংস, ডিম ও দুধ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তির খবর নিয়ে এসেছে কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, মিরপুর।

যৌথ উদ্যোগে ন্যায্য মূল্যে গরুর মাংস, ডিম ও দুধ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ নাজমুল ইসলাম এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ আব্দুল্লাহিল কাফি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল ইসলাম বলেন, রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতার কথা বিবেচনায় রেখে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে দেশি ষাঁড় গরুর মাংস প্রতি কেজি ৬৭০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩৪ টাকা এবং দুধ প্রতি লিটার ৭০ টাকা দরে বিক্রয় করা হচ্ছে। নির্ধারিত মূল্যতালিকা অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় নিশ্চিত করতে তদারকি ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ আব্দুল্লাহিল কাফি বলেন, ছুটির দিন ব্যতীত আগামী ২৭ রমজান পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলমান থাকবে। উদ্যোগটি সাধারণ মানুষের মাঝে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। অনেকেই মনে করছেন, এ ধরনের কার্যক্রম বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং রমজানে ক্রেতাদের স্বস্তি দেবে।

সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে পণ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকলে বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ হবে।

কুষ্টিয়ায় সংঘাত নয়, শান্তি-সম্প্রীতি স্থাপনে সাংবাদিকদের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

কুষ্টিয়ায় ‘সংঘাত নয়, শান্তি-সম্প্রীতি স্থাপনে সাংবাদিকদের ভূমিকা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের খেয়া রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) জেলা সাধারণ সম্পাদক হোসেন।

‘সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি’ প্রতিপাদ্যে প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপনা করেন জেন্ডার অ্যান্ড ইয়ুথ এম্পাওয়ারমেন্ট এক্সপার্ট।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলমের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন যুগান্তর প্রতিনিধি এএম জুবায়েদ রিপন, দ্য ডেইলি স্টার প্রতিনিধি আনিস মন্ডল, দৈনিক দেশ রূপান্তর প্রতিনিধি হাসান আলী, প্রথম আলোর তৌহিদী হাসান, এখন টিভি প্রতিনিধি মেজবাহ উদ্দিন পলাশ, ভোরের কাগজের নুর আলম দুলাল, এটিএন বাংলার জেলা প্রতিনিধি তুহিন আহমেদ, বার্তা২৪-এর স্টাফ করেসপন্ডেন্ট এসএম জামাল এবং দৈনিক বাংলার নাব্বির আল নাফিজ।

এমআইপিএস প্রকল্পের কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন এমঅ্যান্ডই, রিসার্চ অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার সায়েদুল ইসলাম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা সুজন কুষ্টিয়ার সভাপতি ও পিএফজি সদস্য অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবু হেনা মোহাম্মদ গোলাম রসুল বাবলু এবং মিজানুর রহমান লাকী। উপস্থিত ছিলেন এমআইপিএস প্রকল্পের খুলনা ক্লাস্টারের এরিয়া কোঅর্ডিনেটর এস এম রাজু জবেদ ও ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান।

সভার শুরুতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ পরিচালিত মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি

(এমআইপিএস) প্রকল্প সহিংসতা প্রশমনে কী কী কাজ করেছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরেন পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি)-এর সমন্বয়কারী ও সুজন জেলা সহসভাপতি মো. শফিকুল ইসলাম এবং ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ (ওয়াইপিএজি)-এর সমন্বয়কারী সাদিক হাসান রহিদ।

সংলাপে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ। ব্যক্তিগত সমস্যাকে অসাধু চক্র রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যায় রূপ দিয়ে সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করে। তবে দেশের মানুষ ধর্মীয় বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক থাকায় এসব ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। ভবিষ্যতেও এ সচেতনতা বজায় রাখতে হবে এবং ধর্মীয় নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থে বিভিন্ন ইস্যু তৈরি হয়, যা পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণে ঘাটতির কারণে প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি। ধর্ম আমাদের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, এটি আবেগ ও বিশ্বাসের বিষয়।

তারা বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো উদ্যোগী হলে দেশে সংঘাত-সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে। পাশাপাশি শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান বক্তারা।

সভায় জাতীয় গণমাধ্যমের কুষ্টিয়া জেলার ২১ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

এক পরিবারের দুজনসহ নিহত ৭

কুষ্টিয়ায় গ্যাসবাহী লরির সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কা লেগে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার বেলা দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার খাজানগর গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের দুই স্ত্রী আমেনা খাতুন (৭৫) ও কমেলা খাতুন

(৭০), আমেনার জামাতা রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চক রাজাপুর গ্রামের জাকারিয়া এবং খাজানগর এলাকার আশরাফুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী শিরিন খাতুন।পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা দেড়টার দিকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা বাইপাস সড়ক ধরে বটতৈল এলাকায় যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে একটি গ্যাসবাহী লরি পাবনার দিকে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে কুষ্টিয়া স্টোর পাম্পের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারান অটোরিকশার চালক। এতে অটোরিকশাটি উল্টে গিয়ে লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগে এবং অটোরিকশাটি দুমড়ে–মুচড়ে যায়। এতে অটোরিকশায় থাকা পাঁচজনের মধ্যে ঘটনাস্থলে তিনজন মারা যান। অন্য দুজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে সেখানে তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

আমেনা খাতুনের এক স্বজন প্রথম আলোকে বলেন, রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় জাকারিয়ার মেয়ের বিয়ের আয়োজন ছিল। সেই আয়োজন শেষে নিজেই সিএনজি চালিয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে খাজানগর ফিরছিলেন। পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এদিকে দুর্ঘটনাটির খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে যান জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেন। তিনি নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের সান্ত্বনা দেন। তাঁদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়।

চৌড়হাস হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জয়দেব বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত লরিটি জব্দ করা হয়েছে। তবে এর চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন।ফলো করুন

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হওয়ার খবরে মর্গে যান এক স্বজন। সেখানে তাঁকে আহাজারি করতে দেখা যায়।

কুষ্টিয়ায় গ্যাসবাহী লরির সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কা লেগে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার খাজানগর গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের দুই স্ত্রী আমেনা খাতুন (৭৫) ও কমেলা খাতুন (৭০), আমেনার জামাতা রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চক রাজাপুর গ্রামের জাকারিয়া এবং খাজানগর এলাকার আশরাফুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী শিরিন খাতুন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা দেড়টার দিকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা বাইপাস সড়ক ধরে বটতৈল এলাকায় যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে একটি গ্যাসবাহী লরি পাবনার দিকে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে কুষ্টিয়া স্টোর পাম্পের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারান অটোরিকশার চালক। এতে অটোরিকশাটি উল্টে গিয়ে লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগে এবং অটোরিকশাটি দুমড়ে–মুচড়ে যায়। এতে অটোরিকশায় থাকা পাঁচজনের মধ্যে ঘটনাস্থলে তিনজন মারা যান। অন্য দুজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে সেখানে তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

আমেনা খাতুনের এক স্বজন বলেন, রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় জাকারিয়ার মেয়ের বিয়ের আয়োজন ছিল। সেই আয়োজন শেষে নিজেই সিএনজি চালিয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে খাজানগর ফিরছিলেন। পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এদিকে দুর্ঘটনাটির খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে যান জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেন। তিনি নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের সান্ত্বনা দেন। তাঁদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়।

চৌড়হাস হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জয়দেব বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত লরিটি জব্দ করা হয়েছে। তবে এর চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানান

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকের ধাক্কায় শাহরিয়ার রহমান শান্ত এবং টোটন হোসেন নামে দুই যুবক নিহত হয়েছে।

গত শুক্রবার রাত ১১ টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি কলার হাটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শাহরিয়ার রহমান শান্ত (৩২) শহরের আরাপপুর পাড়ার দুখি মাহমুদ সড়কের শাহিনের ছেলে এবং টোটন ঝিনাইদহ পৌরছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক এবং ব্যাপারী পাড়ার আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আরাপপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ছেড়ে আসা একটি মোটরসাইকেলে শান্ত এবং টোটন টার্মিনালের দিকে যাচ্ছিলেন এসময় অপরদিক থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাকের সাতে তাদের মুখোমুখি

সংঘর্ষ হয়। এতে মোটর সাইকেল চালক গুরতর আঘাত প্রাপ্ত হয়ে দুর্ঘটনা স্থলেই মৃত্যু বরণ করে এবং মোটর সাইকেলের আরহী টোটনকে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এরপর পর টোটনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। পরে শনিবার ভোর ৪ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় টোটনের মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। টোটন ও শান্তর মৃত্যুতে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্র দলের সভাপতি সোমেনুজ্জামান সোমেন শোক প্রকাশ করেছেন। নিহত দুই পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

কুষ্টিয়ায় কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করলেন রউফ চৌধুরী

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) সংসদীয় আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী তাঁর বাবা-মায়ের কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে তিনি নিজ এলাকা মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের ছত্রগাছা পারিবারিক কবরস্থানে মরহুম বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ চৌধুরী ও মায়ের (মরহুমা নার্গিস রউফ চৌধুরী) কবর জিয়ারত করেন।

এ সময় তিনি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন।

কবর জিয়ারত শেষে ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী বলেন, বাবা-মায়ের আদর্শ ও দোয়া নিয়েই তিনি জনগণের কাছে যাচ্ছেন। মিরপুর ও ভেড়ামারার মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়ে তিনি সংসদে গিয়ে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অবহেলিত জনপদের

ন্যায্য অধিকার আদায়ে কাজ করতে চান।

এ সময় বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মী, সামাজিক ব্যক্তিবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীরা তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই প্রচারণাকে কেন্দ্র করে মিরপুর ও ভেড়ামারায় রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, মিরপুর-ভেড়ামারার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও ভালোবাসায় আসন্ন নির্বাচনে ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী ধানের শীষ প্রতীকে বিজয়ী হবেন। তারা মনে করছেন, সততা, পারিবারিক রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও উন্নয়নমুখী ভাবনাই তাঁকে এই আসনে বিজয়ের পথে এগিয়ে নেবে।

উল্লেখ্য, আব্দুর রউফ চৌধুরী ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রণাঙ্গনের সাবেক জোনাল চেয়ারম্যান এবং একাধিকবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য। মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে সততা, সাহসিকতা ও জনসম্পৃক্ত রাজনীতির জন্য তিনি এলাকায় ব্যাপকভাবে সম্মানিত ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও জনসেবার চেতনা থেকেই ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন বলে স্থানীয়রা মনে করেন।

গণভোটে সবাই অংশগ্রহণ করুন এবং ভোট দিন

খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, সবাই যেন ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়া কালেক্টরেট চত্বরে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যোগদানের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার আরও বলেন, “২০২৪ সালে যে পরিস্থিতিতে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল, সেই জাতীয় ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে এবং দেশ

স্থিতিশীল থাকে, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জনগণ তার সঙ্গে থাকবে।”

তিনি বলেন, “গণভোটে সবাই যেন অংশগ্রহণ করেন এবং ভোট দেন। ভোটে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা যারা করবে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি চিহ্নিত কোনো অপরাধী থাকে, পুলিশ আগে থেকেই তাকে আটক করবে।”

নির্বাচনি নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, “আমরা ভোটে কোনো বিঘ্ন ঘটতে দেব না, ইনশাআল্লাহ। স্থানীয় প্রশাসনও এর জন্য সহায়তা করবে। এখানে পুলিশের পাশাপাশি রেড অব সিভিল পাওয়ার আর্মি, বিজিবি এবং আনসারও থাকবে।”

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন। এ সময় বক্তব্য দেন কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার জসিম উদ্দিনসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতে আমীর আবুল হাশেম আর নেই

কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর আবুল হাশেম সাহেব আর নেই। (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)।

আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) কুষ্টিয়া শহরে আয়োজিত এক প্রতিবাদ মিছিলে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মিছিলটি মুফতি আমীর হাজমাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে আয়োজন করা হয়। বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবুল হাশেম ছিলেন একজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সংগঠক।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি কুষ্টিয়া জেলায় জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। তার ইন্তেকালে রাজনৈতিক অঙ্গনসহ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তার মৃত্যুতে দলীয় নেতাকর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও এলাকাবাসী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

চার জেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ছে শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির ‘রেইজ’ প্রকল্প

মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ এই চার জেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে ‘রেইজ’ প্রকল্পের আওতায় কাজ করে যাচ্ছে শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহযোগিতায় বাস্তবায়িত রিকভারি অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (RAISE) প্রকল্পের মাধ্যমে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলায় পিছিয়ে পড়া তরুণদের স্বাবলম্বী করে তুলছে শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি।

প্রকল্পটির মাধ্যমে শতভাগ ও প্রায় শতভাগ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে বেকারত্ব হ্রাসে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক শহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, পিছিয়ে পড়া তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের

সুযোগ সৃষ্টি করাই রেইজ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির উপ-সমন্বয়কারী (অগ্রসর) রাশেদ। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কেবল কারিগরি দক্ষতাই নয়, তরুণদের জীবনদক্ষতা ও কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির রেইজ প্রকল্পের প্রতিনিধি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাস্টার ক্রাফটস পারসন উৎপল হালদার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রেইজ প্রকল্পের ইমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার সবুজ হোসাইন।

সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবে, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ১৪ নাগরিককে হস্তান্তর

অবশেষে ভারতের উড়িষ্যার ১৪ নাগরীককে কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতের বিএসএফের কাছে তুলে দিলেন বিজিবি। গতকাল দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া মিরপুর ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর মাধ্যমে তাদেরকে ভারতে প্রেরণ করে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি জানান, সীমান্ত আইন ও আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘন করে বিএসএফ দ্বারা ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে (দর্শনা সীমান্ত দিয়ে) ঠেলে পাঠানোর ঘটনায় বিজিবি কঠোর প্রতিবাদ জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় বিএসএফের ১৪৬ ব্যাটালিয়নের

কমান্ডেন্ট শ্রী প্রেমপাল সিংয়ের উপস্থিতিতে রোববার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে তাদের ভারতের অভ্যন্তরে ফেরত পাঠানো হয়। তিনি আরো জানান, বিজিবির মোহাম্মদপুর কোম্পানি কমান্ডার ও বিএসএফের জলংগী কোম্পানি কমান্ডারের মাধ্যমে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ মোট ১৪ জনকে পুশব্যাক করা হয়।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে তীব্র শীত, ঘন কুয়াশা ও অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ভারতের নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে বিএসএফ দর্শনা সীমান্ত অতিক্রম করে তাদের বাংলাদেশে পুশইন করে। পুশইন ব্যক্তিদের মধ্যে ছয়জন পুরুষ, ছয়জন নারী ও দু’জন শিশু ছিল বলে বিজিবি ও পুলিশ সূত্র নিশ্চিত করেছে।

পুশইনের পর দর্শনা হল্ট স্টেশনের কাছে একটি গাছতলায় তারা প্রচণ্ড শীত ও খাবারের অভাবে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকলে বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে। রাত আনুমানিক ১১টার দিকে খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ও দর্শনা বিজিবির একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে এবং পরিচয় ও ঠিকানা সংগ্রহ করে।

পুলিশ ও বিজিবি জানায়, তারা ভারতের ওড়িষ্যা প্রদেশের জগশ্বরপুর জেলার বাসিন্দা। উদ্ধার ব্যক্তিরা হলেন- গুলসান বিবি (৯০), জব্বার আলি (৭০), আলকুম বিবি (৬৫), উকিল শেখ (৪৩), সাবেরা বিবি (৩৪), হাকিম আলি (৪৫), সামসেরা বিবি (৪২), শেখরাজ (৩২), মেহেরুন বিবি (২৫), রহিদ আলি (৩৪), শেখ বান্টি (২৮), শাকিলা খাতুন (১০), নাছরিন নেছা (১২) ও মো: তৌহিদ আলি (১৪)।

উড়িষ্যার বাসিন্দা বৃদ্ধ জব্বার আলি সাংবাদিকদের জানান, আমরা ভারতের নাগরিক। আমাদের কাছে নাগরিক কার্ড ও আধার কার্ড ছিল, সব কেড়ে নেয়া হয়েছে। শুধু মুসলিম পরিচয়ের কারণে আমাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এ দেশে আমাদের কেউ নেই, আমরা কোথায় যাবো?

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদি হাসান জানান, রাতেই ১৪ জনের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করা হয় এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিজিবির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল) মো: আনোয়ারুল কবির রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দর্শনা বিজিবি সূত্র জানায়, উদ্ধার ১৪ জনকে শনিবার রাতেই কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। তারা সবাই হিন্দি

ভাষাভাষী এবং বাংলাদেশে তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত কেউ নেই বলে জানিয়েছেন।

এ ঘটনায় সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পুশইন ইস্যুতে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।